178136 - মুসলমানগণ নবী ঈসা (আঃ) এর জন্মবার্ষকিী পালন করে না কনে, যভোবে তারা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে জন্মবার্ষকিী পালন কর?

প্রশ্ন

মুসলমানরো যহেতেু নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে জন্মবার্ষকিী পালন করে তাহলে নবী ঈসা (আঃ) এর জন্মবার্ষকিী পালন করতে তাদরে অসুবধিা কোথায়? তনিি কি আল্লাহর পক্ষ থকেে প্ররেতি নবী নন? আমি একজন লোকরে কাছ থকেে এমন কথা শুনছে।ি যদওি আমি জানি খ্রস্টিমাস পালন করা হারাম। কন্তিু আমি এ প্রশ্নরে জবাব চাই। আল্লাহ আপনাদরেকে উত্তম প্রতদিান দনি।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

ঈসা (আঃ) কে আল্লাহ তাআলা বনি ঈসরাইলরে কাছে নবী ও রাসূল হসিবেে প্ররেণ করছেনে মর্মে ঈমান আনা- আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণরে প্রতি ঈমান আনার অংশ। সকল রাসূলরে প্রতি ঈমান আনা ব্যতরিকেে কারো ঈমান শুদ্ধ হবে না। আল্লাহ তাআলা বলনে (ভাবানুবাদ): “রাসূল তাঁর প্রতপিালকরে পক্ষ হতে যা তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়ছেে তাতে ঈমান এনছেনে এবং মুমনিগণও। তারা সবাই আল্লাহর উপর, তাঁর ফরেশেতাগণরে উপর, তাঁর কতিাবসমূহরে উপর এবং রাসূলগণরে উপর ঈমান এনছে।ে (তারা বলে): আমরা রাসূলগণরে মধ্যে তারতম্য করি না।”[সূরা বাকারা, আয়াত: ২৮৫]

ইবনে কাছরি (রহঃ)

“মুমনিগণ বশ্বিাস করে আল্লাহ এক, অদ্বতিীয়, তনিি সবার আশ্রয়স্থল, তনিি ছাড়া আর কোন ইলাহ নইে; আর কোন রব্ব নইে। মুমনিগণ সকল নবী-রাসূল ও নবী-রাসূলরে উপর নাযলিকৃত আসমানী কতিাবরে উপর বশ্বিাস স্থাপন কর।ে মুমনিগণ ঈমান আনার ক্ষত্রেে নবী-রাসূলদরে কারো মাঝে পার্থক্য করে না। অর্থাৎ কারো প্রতি ঈমান আন;ে কারো প্রতি ঈমান আনে না- এমনটি করে না। বরং তাঁরা সকলে তাদরে নকিট সত্যবাদী, নকেকার, সুপথপ্রদর্শক, হদোয়তেরে উপর অটল, কল্যাণরে দশিারী।”[তাফসরি ইবনে কাছরি থকেে সমাপ্ত (১/৭৩৬)]

সাদী (রহঃ) বলনে:

“তাঁদরে একজনকে অস্বীকার করা মানে তাঁদরে সকলকে অস্বীকার করা। বরং আল্লাহকে অস্বীকার করার পর্যায়ভুক্ত।”[তাফসরিে সাদী (পৃষ্ঠা-১২০)]

দুই:

মলিাদুন্নবী বা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে জন্মবার্ষকিী পালন করা বদিআত। এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পালন করনেনি এবং তাঁর পরবর্তীতে কোন সাহাবী সটো পালন করনেনি। এমনটি জানা যায়নি- মুসলমি ইমামগণরে কউে এটি পালন করাকে জায়যে বলছেনে; থাকতো তাঁরা এগুলোতে অংশগ্রহণ করবনে। এটি পালন করা হারাম ও গর্হতি বদিআত।

স্থায়ী কমটিরি আলমেগণ বলনে:

“মলিাদুন্নবী উপলক্ষে অনুষ্ঠান করা বদিআত, হারাম। যহেতেু এর সপক্ষে আল্লাহর কতিাব ও রাসূলরে হাদসিে কোন দললি নইে। সুপথপ্রাপ্ত খলফিাগণরে কউে অথবা উত্তম প্রজন্মরে কউে এটি পালন করনেনি।”[সমাপ্ত, স্থায়ী কমটিরি ফতোয়াসমগ্র (২/২৪৪)]

আরও জানতে দখেুন 148053 ও 20889 নং প্রশ্নোত্তর।

সাধারণ মুসলমানগণ অথবা অজ্ঞ মুসলমানগণ মলিাদুন্নবী উপলক্ষে যা করে থাকনে সগেুলো অভনিব বষিয়; এগুলোকে প্রতহিত করা ও এতে বাধা দয়ো কর্তব্য। তাই মলিাদুন্নবী উদযাপনকে খ্রস্টিমাস উদযাপনরে পক্ষে দললি হসিবেে গ্রহণ করা মূলতই বাতলি। যহেতেু মলিাদুন্নবী পালন-ই জায়যে নয়। কারণ এটি নবপ্রচলতি বদিআত। বদিআতরে উপর যে বষিয়কে কয়িাস করা হয় সটোও বদিআত।

তনি:

খ্রস্টিানরো ‘খ্রস্টিমাস’ নামে যা পালন করে থাকে সটেিও শরিকি বদিআত। মুসলমানদরে এমন কোন অনুষ্ঠানরে সদৃশ কছিু করা নাজায়যে। ঈসা (আঃ) এ ধরণরে কর্ম থকেে সম্পূর্ণ মুক্ত। মুসলমানদরে জন্য –এটি বদিআত হওয়ার চয়েে মারাত্মক হল- এটি কাফরেদরে সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করার নামান্তর; যহেতেু এটি খ্রস্টিানদরে ধর্মীয় উৎসব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: “যে ব্যক্তি কোন কওমরে সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করে সে তাদরে দলভুক্ত।” [সুনানে আবু দাউদ (৩৫১২), আলবানী ‘সহহি আবু দাউদ’ গ্রন্থে হাদসিটকিে সহহি বলছেনে এবং শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িা হাদসিটরি সনদকে “জায়যদি’ হুকুম দয়িে বলনে: “এ হাদসিটরি ন্যুনতম দাবী হচ্ছে- তাদরে সাথে (বধির্মীদরে সাথে) সাদৃশ্য গ্রহণ করা হারাম। যদওি হাদসিরে বাহ্যকি ভাষা সাদৃশ্যগ্রহণকারীর কাফরে হয়ে যাওয়ার দাবী রাখে। যমেনটি আল্লাহর বাণীর মধ্যে এসছে “তোমাদরেমধ্যযেতোদরেসাথবেন্ধুত্বকরব,ে সতোদরেইঅন্তর্ভুক্ত।”[ইকতদিাউস সরিাতলি মুস্তাকীম, পৃষ্ঠা ৮২-৮৩

সমাপ্ত]

শাইখুল ইসলাম আরও বলনে:

আপনার কাছে এটা পরষ্কিার হয়ছে যে, আল্লাহর দ্বীন ও তাঁর শরয়িত বলিীন হয়ে যাওয়া এবং কুফর ও পাপাচার বস্তিার লাভ করার অন্যতম মূল কারণ হচ্ছ- কাফরেদরে সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ। অপরদকিে সকল কল্যাণরে মূল হচ্ছ- নবীদরে সুন্নত (আদর্শ) ও তাঁদরে দয়ো অনুশাসনগুলো মনেে চলা। তাই ইসলামে বদিআতরে বষিয়টি অত্যন্ত গুরুতর; যদি এর মধ্যে কাফরেদরে সাথে সাদৃশ্য না থাকে তবুও। আর যদি এ দুটি বষিয় একত্রতি হয় তাহলে সটো কত বশেি ভয়াবহ?!

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলনে:

কাফরেদরে খ্রস্টিমাস বা অন্য কোন উৎসব পালন করা সর্বসম্মতকি্রমে হারাম। যহেতেু এর মধ্য দয়িে তাদরে ধর্মীয় অনুশাসনগুলোর প্রতি সম্মতি ও সন্তুষ্টি প্রকাশ পায়; যদওি ব্যক্তি নজিরে জন্য এ ধরণরে কুফররে প্রতি সন্তুষ্ট না থাকুক। কন্তিু কোন মুসলমানরে জন্য কুফরি অনুশাসনরে প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করা বা এ উপলক্ষে শুভচ্ছো বনিময় করা হারাম। অনুরূপভাবে এ উপলক্ষে কাফরেদরে মত অনুষ্ঠান করা, উপহার বনিময় করা, মষ্টিি বতিরণ করা, খাবার বতিরণ করা বা কাজ থকেে ছুটি কাটানো ইত্যাদি মুসলমানরে জন্য হারাম। যহেতেু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: “যে ব্যক্তি কোন কওমরে সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করে সে তাদরে দলভুক্ত।”[সহহি আবু দাউদ, শাইখ উছাইমীনরে ফতোয়া ও পুস্তকিা সংকলন থকেে সংক্ষপেতি (৩/৪৫-৪৬)]

কাফরেদরে উৎসবে যোগদান করার হুকুম জানার জন্য 11427 নং ও 145950 নং প্রশ্নোত্তর দখেুন। সারকথা হচ্ছ- খ্রস্টিবছররে শুরুতে উৎসব পালনরে মধ্যে মুসলমানদরে জন্য একাধকি ক্ষতরি দকি রয়ছে:

১- যসেব কাফরে-মুশরকি শরিক ও কুফররে অনুপ্ররেণা নয়িে এ উৎসবগুলো উদযাপন করে এতে তাদরে সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায়। তারা আল্লাহর নবী ঈসা (আঃ) এর শরয়িত হসিবেে এগুলো পালন করে না। কারণ আমাদরে ও তাদরে সর্বসম্মতকি্রমে ঈসা (আঃ) এসব পালনরে বধিান জারী করনেনি। বরং এগুলো শরিক ও বদিআত মশ্রিতি। এ অনুষ্ঠানগুলোতে নানা রকম পাপাচার তো থাক-ই যটো সবার জানা। সুতরাং আমরা কভিাবে এসব ক্ষত্রে তাদরে সাথে সাদৃশ্য নতিে পারি।

২- মলিাদুন্নবী উদযাপন-ই নাজায়যে। আগইে উল্লখে করা হয়ছে এটি নবপ্রচলতি বদিআত। সুতরাং এর উপরে অন্য কছিুকে কয়িাস করা চলবে না। কারণ কয়িাসরে মূল দললি যদি ঠকি না হয়; কয়িাসও ঠকি হবে না।

৩- খ্রস্টিমাস পালন যে কোন অবস্থায় মুনকার, গর্হতি কাজ। এটকিে জায়যে বলার কোন সুযোগ নইে। কারণ এটি মূলতঃ বাতলি। যহেতেু এতে রয়ছে- কুফর, ফসিক ও অবাধ্যতা। এ ধরণরে কর্মকে অন্য কছিুর সাথে কয়িাস করার কোন সুযোগ নইে। কোন অবস্থাতে এটকিে জায়যে বলার কোনপ্রকার সুযোগ নইে।

৪- যদি আমরা এ বাতলি কয়িাসকে শুদ্ধ বলি তখন আমাদরে উপর অনবিার্যতা আসবে: আমরা প্রত্যকে নবীর মলিাদ (জন্মদবিস) পালন করি না কনে? তাঁরা কি আল্লাহর পক্ষ থকেে প্ররেতি নন?! অথচ এমন কথা কউে বলবে না।

৫- কোন নবীর জন্মদনি সুনর্দিষ্টভাবে জানা অসম্ভব। এমনকি আমাদরে নবীর ক্ষত্রেওে। কারণ তাঁর জন্মদনি অকাট্যভাবে জানা যায় না। এ ব্যাপারে ইতহিাসবদিগণরে প্রায় ৯টি বা তারও বশেি অভমিত রয়ছে। তাই তাঁর জন্মদনি পালন ঐতহিাসকিভাবে ও শরয়ভিাবে বাতলি। এবং মলিাদ পালনরে বষিয়টি সটেি আমাদরে নবীর জন্মদনি হোক অথবা ঈসা (আঃ) এর জন্মদনি হোক মূল থকেইে বাতলি। শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলনে:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে জন্মরাত পালন ঐতহিাসকিভাবে অথবা শরয়ভিাবে সঠকি নয়। সমাপ্ত।[ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দারব (১৯/৪৫)]

আল্লাহই ভাল জাননে।